R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে কার্ত্তিক ও ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯০ সাল
১৬ই ও ২৯শে নভেম্বর, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪৲

বিশাল জমায়েতে যজ্ঞরথের ব্যাপক সম্বর্ধনা

বিশেষ সংবাদদাতা : পরশুরাম কুণ্ডের পবিত্র তীর্থবারি বহনকারী পরশুরাম ও ভারতমাতা রথকে ব্যাপকভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে মুরশিদাবাদের সর্বত্র। ১১ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ থেকে আসা এই রথটি ফরাক্কা বাঁধের উপর দিয়ে মুরশিদাবাদে প্রবেশ করে। ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি, বহরমপুর ও কান্দী হয়ে রথ দু'টি বীরভূমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। জেলার সর্বত্রই লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রথযাত্রাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। সবচেয়ে বেশী জনসমাগম হয় বহরমপুরে। সেখানে প্রায় দেড় লক্ষ নর-নারী তীর্থবারি সংগ্রহে জমায়েত হন। রঘুনাথগঞ্জের জমায়েতও কল্পনাতীত। ফরাক্কা বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় দশ হাজার মানুষের উলুধ্বনি ও শংখধ্বনির মধ্য দিয়ে যজ্ঞরথসহ শোভাযাত্রাটি মুরশিদাবাদে প্রবেশ করে ১১ নভেম্বর বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ। রঘুনাথগঞ্জে শোভাযাত্রা পৌঁছানোর কথা ছিল বেলা সাড়ে ১২টায়। সেই মত হাজার হাজার মানুষ ম্যাকেঞ্জী ময়দানে জমায়েত হতে থাকে। কিন্তু রথ এসে পৌঁছায় বিকেল সওয়া ৩টায়। ফরাক্কা থেকে আসার পথে রথটিকে বার বার থামতে হয় রাস্তার দু'ধারে উপস্থিত কাতারে কাতারে মানুষের অনুরোধে। ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ মোড়, আহিরণ, সাগরদীঘিতে রথ দুট থামিয়ে লক্ষাধিক মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রঘুনাথগঞ্জ শহরে রথটিকে স্বাগত জানাতে যে বিশাল জমায়েত পরিলক্ষিত হয় তা অতীতে কোনো রাজনৈতিক সভাতেও দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। জমায়েতে উপস্থিত মানুষজনও ছিল সুশৃংখল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশ উপেক্ষা করেও হাজার হাজার (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পূর্তর জায়গায় পাকা বাড়ি, পুলিশ চিন্তিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ—মুরারইগামী পিচ রাস্তার পাশে পূর্ত ও সড়ক বিভাগের জায়গাগুলির ব্যাপক জবর দখল নিয়ে পুলিশ চিন্তিত। পুলিশের সন্দেহ রোডসের স্থানীয় অফিসে গোপন লেনদেনের ভিত্তিতেই এই সব জবর দখল। এ নিয়ে কোথাও কোথাও অশান্তিও হচ্ছে। সড়ক সংকুচিত হয়ে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকাও দেখা দিয়েছে। পুলিশ রোডসের রঘুনাথগঞ্জ অফিসকে ওই সব দখলদারদের তুলে দেবার ব্যবস্থা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুরের কয়লা সংকটে আর এস পি উদ্বিগ্ন

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র হঠাৎ ব্যাপক কয়লা সংকট দেখা দেওয়ায় আর এস পি রীতিমত উদ্বিগ্ন। সংকট সমাধানে তাঁরা মন্ত্রী পর্যায়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেছেন। আর এস পি নেতা প্রদীপ নন্দী খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি এবং ডিরেক্টর ক্ষেত্র মণ্ডলের কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেছেন। স্মারকলিপিতে এই কয়লা সংকটের জন্য 'কোল ডাম্প' প্রথাকে দায়ী করা হয়েছে। অবশ্য ডিরেক্টর ক্ষেত্র মণ্ডল শ্রীনন্দীকে এই সংকট দূর করার ব্যাপারে যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে। মহকুমা জুড়ে হঠাৎ কয়লা সংকটের কারণ হিসেবে স্থানীয় কোল ডিলাররা জানান, ডাম্প প্রথার দরুণই এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। খনিমুখ থেকে এতদিন যে কয়লা পাওয়া যেত তার তুলনায় ডাম্পের কয়লা মাপে এবং মানে অত্যন্ত খারাপ। জানা গেছে, স্থানীয় কোল ডিলাররা যাতে খনিমুখ থেকে কয়লা পেতে পারেন মহকুমা খাদ্য দপ্তরে ডিরেক্টরের সম্পর্কিত একটি নির্দেশ এসে পৌঁছেছে। আশা করা হচ্ছে ওই নির্দেশ রূপায়ণে স্থানীয় খাদ্য বিভাগ তৎপর হলে মহকুমার কয়লা সংকট দূর করা সম্ভবপর হবে।

ঝাড়ফুঁকের কবলে পড়ে ১১ আদিবাসীর মর্ম্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঝাড়-ফুঁকের কবলে পড়ে বিনা চিকিৎসায় গত দেড় বছরে কালিয়াডাঙ্গা সাঁওতাল পাড়ার ১১ জন আদিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে এরা সবাই ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েই মারা গেছেন। এদের মধ্যে জনা দুয়েককে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের বাঁচানো যায়নি। ওই গ্রামে ব্যাপকভাবে মশার উৎপাত থাকায় আদিবাসীরা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। স্বাস্থ্য বিভাগকে জানানো সত্ত্বেও ডিডিটি স্প্রে করার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। গ্রামে একজন কম্যুনিটি হেলথ্ ওয়ারকার রয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা তার কাছ থেকে কোনো ওষুধপত্র পান না। পান না কোনো প্রকার সাহায্য। ফলে বাধ্য হয়ে আদিবাসীরা ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নিচ্ছেন। এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। এই ভাবে যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা হলেন ধনমান টুডু (৫০), লক্ষ্মণ হেমব্রম (১২), ডুমুন হেমব্রম (৬৫), ভগবতী হেমব্রম (২)। এরা সবাই একই পরিবারের। অন্যরা হলেন রিটান কিসকু (৬০), ফুরমনি হাঁসদা (৬), বাসন্তী হাঁসদা (১৩), পানসু মুরমু (১৪), শহর সোরেন (৪০), লবাই সোরেন (৩৫), সোনাম সোরেনণি (৩০)। শেষোক্ত তিনজনও একই পরিবারের সহোদর ভাই।

'সত্যকে অস্বীকার করে রাজনীতিকরা মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন'

বিশেষ সংবাদদাতা : একাত্মতা যজ্ঞ রথযাত্রাকে সম্প্রতি বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার তীব্র ভাষায় নিন্দে করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সভাপতি ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, এর সঙ্গে রাজনীতি এবং ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই। এর উদ্দেশ্য ভারতের প্রাচীনতম সার্বজনীন আচার অনুষ্ঠান ও সব মানুষের প্রতি সমান ব্যবহারের মনোবৃত্তিকে পুনঃস্থাপিত করে ভারতের গণ জাগরণ ত্বরান্বিত করা ও সর্বজনের মন হতে বিভেদ বুদ্ধির তিরোভাব ঘটিয়ে এক এবং অবিভাজ্য আত্মীয়তা সূত্রে সকলকে গ্রথিত করে, জাতীয় ভাবধারা প্রসারে সাহায্য করা। বৃহস্পতিবার এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ধ্যানেশবাবু আরো বলেন, ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজ সফল নেতৃত্ব চাইছেন। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই সনাতন ধর্মের সাম্য মৈত্রীর আহ্বান মন্ত্রে সকলকে আবাহন করেছে। আমরা চাই, ভারতের প্রতিটি অংশের পৌরাণিক, ধর্মীয়, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে 'কেন আমরা এই মহান তত্ত্বকে বিস্মৃত হয়েছি' তার এই মর্ম উদ্ধার করে মানুষের সামনে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলেজে কয়েকশো সার্টিফিকেট নিখোঁজ

বিশেষ সংবাদদাতা : এক কেরানীর গাফিলতিতে জঙ্গিপুর কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর কয়েকশো রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট কলেজের অফিস থেকে নিখোঁজ হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের ওই সার্টিফিকেটগুলি না পাওয়া গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা দ্বাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে পারবে না। কলেজ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯০ সাল

দুগ্ধ-বিচিত্রা

কিছুদিন হইল, অনেক পদস্থ সরকারী কর্মচারী দেখিতে পাইলেন যে, এক দুগ্ধবিক্রেতা ধানজমি হইতে জল লইয়া দুধে ঢালিতেছেন। দুধ বিক্রেতা এই শহরের বাড়ি বাড়ি ঐ দুধ সরবরাহ করিবেন। সকলেই জানেন যে, আজকাল বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও মারাত্মক কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফসল ফলান হইতেছে। ধানজমিতে কেঁচো, ব্যাঙ, কাঁকড়া প্রভৃতি আর দেখা যায় না। উক্ত দুগ্ধবিক্রেতাকে জমির জল না দিয়া নলকূপের জল মিশাইবার উপদেশ দিলেন সরকারী কর্মচারী ভদ্রলোক।

খাদ্যে আজকাল ভেজাল না থাকাটা অকল্পনীয়। কিছু কিছু ভেজাল শরীরের ক্ষতিসাধন করে খুব বিলম্বিত লয়ে। আর কিছু ভেজাল যেমন তেল, দুধ প্রভৃতি, দেহযন্ত্রকে অতি দ্রুত বিকল করে। সম্প্রতি অত্র মহকুমা হাসপাতালে অভাবিত সংখ্যক ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর আগমন বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

কেননা এই শহরে শতকরা নব্বইটি পরিবার দুধ কিনিয়া খান। গ্রামাঞ্চল হইতে দুগ্ধ-ব্যবসায়ীরা দুধ আনিয়া জল মিশ্রণের তারতম্য ঘটাইয়া বিভিন্ন দরের দুধ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারে সরবরাহ করিয়া থাকেন। শহরাঞ্চলে নলকূপের জল দুধে মিশাইতে গিয়া হেনস্থা হইবার ভয়ে ধানজমির বা দূষিত জলাশয়ের জল মিশান অত্যন্ত নিরাপদ। কিন্তু ভোক্তাদের ক্ষেত্রে উহাই আপদ হইয়া পড়িতেছে। বড় শহরে খাটাল আছে, দুধের ডিপো আছে, দুধ সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এই মহকুমা শহরে এইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই দুগ্ধ ক্রেতারা হয় বাসি দুধ, না হয়, বিষাক্ত জলযুক্ত দুধ লইতে বাধ্য হইতেছেন এবং চিকিৎসাখাতে ব্যয়ের বাজেটও বাড়াইতেছেন।

সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ হইতে এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। হয় সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধ সরবরাহ না হয়, দুগ্ধ বিক্রেতাদের নাম রেজেষ্ট্রিভুক্ত করিয়া জীবাণুমুক্ত দুধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আইন ও শৃঙ্খলা

দুর্ম্মুখ

বহু মুখরিত দুটি শব্দ। এ দুটি পরস্পরের পরিপোষক। কিন্তু আইনের দ্বারা শৃঙ্খলা বেশিদিন রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মনে যদি শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তোলা যায় তবে আইনের শাসনের প্রয়োজন অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে। সমাজের উন্নতি ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সেকারণেই বিশেষ প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধ। কিন্তু আজ সেই প্রকৃত অনুভূতিরই প্রকৃত অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই কারণেই স্বাভাবিক ভাবেই আইনের শাসনের অবনতি দেখা যাচ্ছে। ডাকাতি, চুরি, সাধারণ কারণে খুন, ছিনতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজে নীতিবিগর্হিত কাজের বৃদ্ধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমনকি ডাক্তাররা যারা সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর মহান মানবিক অনুভূতির আদর্শ মানুষ বলে স্বীকৃত, তারাও সাধারণ মানুষের মত ধর্ম্মঘট, কর্ম্মবিরতি করতে দ্বিধাবোধ করছেন না। মানুষ শৃঙ্খলাবোধ ও নীতিবোধ হারিয়ে ফেলেছে। ফলে আইনের আক্ষরিক অর্থেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে তার অন্তর্নিহিত নীতির প্রতি কোন দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না। কদিন আগে জঙ্গিপুর হাসপাতালের সন্নিকটে খড়খড়ি নদীতে ভাসমান অবস্থায় মৃত এক অপরিণত শিশুর দেহ দেখতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা যায় এটি আইনানুগ গর্ভপাতের ফসল। কোন বে-আইনী কারবার নয়। সরকার গর্ভপাত আইনানুগ করেছেন অবাঞ্ছিত শিশুর আগমন রোধ করতে। অর্থাৎ কুমারী কন্যার সামাজিক সম্মান রক্ষা করতে ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে। আইনটি নিশ্চয় অপ্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও অনুভূতিকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আইনের উদ্দেশ্য নয়। অতএব যে শিশুর অবয়ব গঠন হয়ে গিয়েছে ও যার মৃতদেহ চক্ষুর পীড়াদায়ক সেই দেহটিকে যদি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় তাতে ক্ষতি কি? বরং অনেক মানুষের মনের অনুভূতিতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। কিন্তু শৃঙ্খলাবোধের ও স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতির অভাব এই সামান্য সামাজিক কর্তব্যবোধি জাগরিত করেনি ডাক্তার বা তাদের সহকর্মীদের মনে। তাঁরা শুধু আইনের অক্ষরকে সম্মান দিয়েছেন, সাধারণ নীতিবোধ তাঁদের মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। সে কারণে এটাই বোঝা যাচ্ছে আইনের দ্বারা শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না। কিন্তু শৃঙ্খলাবোধ জাগলে আইন সহজেই রক্ষিত হয়।

চক্ষু অপারেশন শিবির

অরঙ্গাবাদ : গত ২২ অক্টোবর অরঙ্গাবাদ ডি, এন কলেজে একটি অস্থায়ী চক্ষু অপারেশন শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। ঐ শিবিরটি মালদহের প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ গৌতম রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ডাঃ গৌতম রায় বিগত পরপর দু'বৎসর এই শিবিরে নিজে অপারেশন কার্যে অংশ নিয়েছিলেন। এই শিবির প্রতিবারের মতো এবারও অরঙ্গাবাদ ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত হয়। শিবিরের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন এই ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সাহায্যের অধিকাংশ অর্থ সংগৃহীত হয় গরীব জনগণের নিকট হতে। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পি, এস, ক্যাথিরেশন। প্রধান অতিথি ছিলেন নরওয়ে মিশনের মিস গুডরুণ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাঃ পিনাকী রঞ্জন রায়। ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায় এবং ডাঃ পিযূষকান্তি রায় অপারেশন কার্য সম্পন্ন করেন। এবার মোট ২৩০ জন চক্ষু রোগী চিকিৎসিত হন। এর মধ্যে ১২১ জনের চক্ষু অপারেশন হয় (৫৪ জন পুরুষ ও ৬৭ জন মহিলা) ২২।১০।৮৩ থেকে ২৮।১০।৮৩ পর্যন্ত এই শিবির চলে। ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের এই কাজে সকলেই প্রশংসা করেন। এমনকি মাননীয় মহকুমা শাসক এই বিরাট কর্মযজ্ঞ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে রোগীদের জন্য দু'ব্যাগ গুঁড়া দুধের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় বি ডি ও ভবিষ্যতে এই কাজে স্বয়ং অংশ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়াও অনেকে রোগীদের জন্য বিস্কুট মিষ্টি ইত্যাদি দেন।

সঙ্গীতজ্ঞের সম্বর্ধনা

অরঙ্গাবাদ : স্থানীয় জৈন ধর্মশালায় মুর্শিদাবাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ শঙ্কর দাসগুপ্তকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য অরঙ্গাবাদ হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সভা একটি মনোজ্ঞ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেন। শ্রী দাসগুপ্ত ছাড়াও মুর্শিদাবাদ ও মালদহের অনেক গায়ক এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

কৃষি উপকরণ পক্ষ পালনে হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার

রবিতে অধিক ফলনে নিশ্চিত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত জাতীয় কৃষি উপকরণ পক্ষ ঘোষিত হয় এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পালিত হয়। হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার করপোরেশনের বিপণন বিভাগীয় প্রচার দপ্তর (পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল) এই পক্ষ পালনের উদ্দেশ্যে এক বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। গ্রামবাংলার মানুষের মিলিত কেন্দ্র হল হাট। সেই উদ্দেশ্যে হাটের হাজার হাজার লোক সমাগমের সুযোগ নিয়ে হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার এই কৃষি উপকরণ পক্ষ পালনের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও বর্ধমানের কিছু হাটে হাজির হয়েছিল। হাটে উপস্থিত চাষী ভাইদের সার ব্যবহার সম্পর্কে আরো সচেতন ও সক্রিয় করবার জন্য সংস্থার প্রচার দপ্তর হাটের নানা স্থানে সার ব্যবহার সংক্রান্ত পোষ্টার, ষ্টিকার, ব্যানার দিয়ে সজ্জিত করে। চাষী ভাইদের হাতে হাতে চাষবাস সংক্রান্ত শিক্ষামূলক নানা প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া কৃষি উপকরণের নানা বিষয়ে আলোচনা তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার চাষী ভাইদের কাছে সাধারণতঃ তাদের মনোনীত সার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সার পৌছে দেবার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সে জন্য সার সরবরাহ ব্যাপারে এই সব সার ব্যবসায়ীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এই পক্ষ পালনের উদ্দেশ্যে করপোরেশন সার ব্যবসায়ীদের দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী ও নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরীতে ব্যবসায়ী সম্মেলন পালন করে। এ সব সম্মেলনে শতাধিক সার ব্যবসায়ী ছাড়াও করপোরেশনের বিপণন বিভাগের ও প্রচার দপ্তরের কর্মীগণও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগীয় আধিকারিকগণ। তাঁরা উপস্থিত সার ব্যবসায়ীদের সারের চাহিদা, যোগান সরবরাহ ও ব্যবহার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

সরকারী বীজ সার বণ্টন

সাগরদীঘি : আসন্ন রবি মরশুমে যথাযথ সময়ে এক তৃতীয়াংশ তপশিলী জাতি ও বাকি চাষী কৃষি বিভাগের প্রদেয় সরষে ৪৫০ জন চাষী ১ কেজি বীজ ১০ কেজি ডি এ পি, ১০ কেজি ইউরিয়া। মসুর ১০০ জন ৩ কেজি হিসাবে, ছোলা ৫০০ জনে ৫ কেজি হিসাবে গম ৪০০ জন ১৫ কেজি হিসাবে এবং আনুসঙ্গিক সার পেয়েছে। সমস্ত বীজ ও সার বণ্টন করেছে এ, ই, ও পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে। অথচ সরকারী বেতনভুক্ত কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। যদিও তাঁদের দায়িত্বে জন প্রতি ২টি করে গ্রাম চাষের কাজে আদর্শ করার কথা ঘোষিত আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত ওই ব্লকে কোনো গ্রামই আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে ওঠেনি।

মাইক বাজানো নিয়ে উত্তেজনা

ধুলিয়ান : কালীপূজার মণ্ডপে মাইক বাজানো নিয়ে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় একটি ক্লাবের যে বিরোধ দেখা দেয় শেষ পর্যন্ত তার মীমাংসা হয়েছে। অভিযোগ, ওই থানার ওসি একটি পূজো মণ্ডপে গিয়ে মাইক বন্ধ করতে মাইকের তার ছিঁড়ে দেন। এনিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে পুরপতিসহ কয়েকজনের হস্তক্ষেপে ঘটনাটির মিটমাট হয়ে যায়। ও সিও দুঃখ প্রকাশ করেন। স্থানীয় যুবকেরা অবিলম্বে ওই এলাকায় জুয়া, চোরা চালান বন্ধের ব্যাপারে তৎপর হতে পুলিশের কাছে দাবী জানিয়েছে।

এক দিনের ক্যারাম

রঘুনাথগঞ্জ : যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের পরিচালনায় গত রবিবার এক দিনের ক্যারাম প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। ওই প্রতিযোগিতায় সিংগলসে রঞ্জন সাহা ও কবি সরকার যথাক্রমে বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান লাভ করে। ডাবলসে জয়ী হন কবি সরকার এবং শক্তি দাস। ওই প্রতিযোগিতায় সিংগলসে ৩২ এবং ডাবলসে ৬৪টি টীম্ অংশ নেয়।

ডাকাতের মৃতদেহ উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ : ১৫ নভেম্বর সাগরদঘী থানার ফুলসহরীর কাছে গোরা মাল নামে এক কুখ্যাত ডাকাতের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, গোরার মৃতদেহ বস্তার মধ্যে পুরে একটি পুকুরে পুঁতে রাখা হয়েছিল। বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে কিছুদিন পূর্বে গোরার মৃত্যু হয় বলে অনুমান করা হচ্ছে।

যজ্ঞরথের ব্যাপক সম্বর্ধনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস কর্মী ও নেতা এই জমায়েতে সামিল হন। জমায়েতের মধ্য থেকে মাঝে মধ্যেই যজ্ঞরথ ও বিশ্ব হিন্দু-পরিষদের জয়ধ্বনি শোনা যায়। ভক্তরা রথের উদ্দেশ্যে মুঠো মুঠো পয়সা ছুঁড়তে থাকেন। রথ দুটি বসানো ছিল দুটি ট্রাকের উপর। একটিতে পরশুরাম এবং অন্যটিতে ভারতমাতার মূর্তি। আগে ও পিছনে সশস্ত্র পুলিশের গাড়ি। রঘুনাথগঞ্জে রথটি ঘন্টা খানেক অবস্থান করে সাগরদীঘি হয়ে বহরমপুরের পথে রওনা দেয়। সেখানে সারারাত্রি অবস্থানের পর পরদিন কান্দি হয়ে বীরভূমে যায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে একাত্মতা যজ্ঞ-যাত্রার অঙ্গ হিসেবে পরশুরাম রথের আগমন উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জে ৩ দিনের হিন্দু ধর্ম মেলারও আয়োজন করা হয়। মেলা শুরু হয় ৯ নভেম্বর বিকেলে। মেলায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, ভারতীয় মনীষীদের ছবির প্রদর্শনীতেও ভিড় হয় যথেষ্ট। ১০ নভেম্বর বিকেলে আয়োজিত ধর্ম সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। সভায় সভাপতিত্ব করেন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থানীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি। সভায় ধ্যানেশনারায়ণ তাঁর ভাষণে একাত্মতা যজ্ঞ যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যারাই ভারতকে মাতৃজ্ঞান করেন তারাই আমাদের বন্ধু। রাজনৈতিক নেতারা চরিত্র হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের মিথ্যে ভাষণ ও দলীয় খুনোখুনিতে ভারতবর্ষ বিপন্ন। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাই দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সেই বিচ্ছিন্নতাবাদ ধ্বংস করতেই একাত্মতা যজ্ঞ রথ যাত্রার আয়োজন করেছেন। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী বলেন, দেশ জুড়ে মানুষরূপী অসুরেরা বিভীষিকার সৃষ্টি করছে। 'সনাতন ধর্মের উপর আঘাত আসছে। এর পিছনে রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে। ওই দিন রাত্রে স্থানীয় শিল্পী সমন্বয়ে 'আনন্দমঠ' যাত্রা পালাটি মঞ্চস্থ করা হয় খোলা মঞ্চের উপর। রথের আগমন ও হিন্দু মেলা উপলক্ষে পুলিশী ব্যবস্থাও রাখা হয় ম্যাকেঞ্জী ময়দানে।

সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মনিগ্রামে গর্গমুনির টিবিতে ৬।৭ হাজার মানুষ যজ্ঞ রথযাত্রা উপলক্ষে সমবেত হন। হরিনাম সংকীর্ত্তনের দলগুলি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। দোগাছি গ্রামের কুমারী মেয়েরাও কীর্ত্তনে অংশ নেয়। উপস্থিত নরনারীরা রথ থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করেন। সাগরদীঘিতে হাজার হাজার মানুষ সুশৃংখলভাবে রথকে স্বাগত জানান। ভিড় হয় সুকির মোড় এবং পলষণ্ডা-তেও। সর্ব্বত্রই ভারতমাতার জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠে।

আর এস পির জেলা সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ : গত ১২ থেকে ১৪ নভেঃ স্থানীয় ডি এন কলেজে মুর্শিদাবাদ জেলার উনিশটি থানার বিপ্লবী সমাজ-তান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে কলেজ ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পঃ বঙ্গের কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়, দলের রাজ্য সম্পাদক নিখিল দাস, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক অমল কর্মকার, কৃষক নেতা শিবু সান্যাল সুতীর এম এল এ শীষমহম্মদ ও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সহ সভাপতি কমরেড নিজামুদ্দিন আমেদ। তাঁরা দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর উপর বক্তব্য রাখেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন
ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়
জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ
১৯৮৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিপারেটরী, কে, জি এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ানে ভর্তির জন্য ১৫ নভেম্বর (৮৩)র পর থেকে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য রঘুনাথগঞ্জে শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয় অথবা জোতকমল জুনিয়র হাই স্কুলে সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন।
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক
জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭ রঘু ১০৭

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ডাকাতির পর ডাকাতি

ধুলিয়ান : অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সমসেরগঞ্জ থানা এলাকায় পর পর বেশ কয়েকটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেছে। এই ডাকাতির প্রবণতা বৃদ্ধি কিন্তু এর আগে ছিল না। প্রথমে কামাতে মহসীন মহালদারের বাড়িতে, দ্বিতীয় রতনপুরের কুড়ান সেখের বাড়ীতে, গত ২৭।১০।৮৩ চকসাপুরের রাশেদ বিশ্বাসের বাড়ীতে লোমহর্ষক ও দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশী খবরে প্রকাশ।

প্রতিটি বাড়িতে ডাকাতেরা পিস্তল, বোমা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নগদ অর্থ, সোনা, রূপা প্রভৃতি লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। ডাকাতির পরে রতনপুরে ডাকাত দলের কতিপয় এবং এদের মাল থামার অভিযোগে মোস্তফা স্বর্ণকার ধরা পড়ে। চকসাপুর গ্রামের ডাকাতিতে দলের নায়ক মহসীন নিজের বোমায় নিজেই আহত হয়ে স্বগ্রাম অর্জ্জুনপুরে ধরা পড়েছে। ক্রাইমের দিক দিয়ে ফরাক্কা থানা শীর্ষে ছিল। কিন্তু সেখানে নতুন ও সি দৃঢ়তার সাথে কাজ করায় ঐ এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে বলে প্রকাশ।

বহরমপুরের উন্নয়নে ৮০ লক্ষ টাকার প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুর শহরের সামগ্রিক উন্নয়নে ৮০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার ৪ টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এই টাকা দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার আই, ডি, এস, এন, টি স্কীমে। এই মাসেই প্রকল্পগুলির কাজ শুরু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে গোরাবাজার বাজার উন্নয়ন, বড়মুড়ি খাল হাউসিং প্রজেক্ট, ইন্দ্রপ্রস্থ সোপিং কমপ্লেক্স হাউসিং প্রজেক্ট এবং বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে হকার্স ষ্টল নির্মাণ। জনৈক সরকারী মুখপাত্র বহরমপুরে জানান, উন্নয়ন খাতে প্রাথমিক ভাবে ১৫'৭০ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। এবং সেইমত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করা হয়েছে। ঐ মুখপাত্রটি জানান, প্রকল্পগুলির রূপায়ণ ত্বরান্বিত করতে একটি জেলা-ভিত্তিক কো-অর্ডিনেশন কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

দোকান বিক্রয়
জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কের নিকটে একটা পাকা দেওয়াল দেওয়া হোটেল বিক্রয় আছে। নিম্নে যোগাযোগ করুন।
মানিক সরকার
রেজিষ্ট্রি অফিস, জঙ্গিপুর

পুলিশ চিন্তিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিতে বলা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন রকম কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বাড়ালা গ্রামে সম্প্রতি এই জবর দখল নিয়ে কিছুটা উত্তেজনাও দেখা দেয়। ওই গ্রামে হাই স্কুলের কাছে এক ব্যক্তি রোডসের জায়গার উপর একটি পাকা বাড়িও বানিয়ে নিয়েছেন। ওই দেখে সর্বত্রই রোডসের জায়গায় পাকা-ঘর গড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় রোডস ব্যবস্থা না নিলে পুলিশ ঘটনাটি পূর্তমন্ত্রীর নজরে আনবেন বলে জানা গেছে।

সার্টিফিকেট নিখোঁজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ এই নিখোঁজ সংবাদ জানিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানাতে ডাইরী করেছেন। কলকাতায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা পর্ষদকেও ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। সার্টিফিকেট-গুলি পূজোর ছুটিতে কলেজে এসে পৌঁছেছিল। এগুলি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বিস্ময়কর। কলেজের এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় পর্ষদ বেশ ক্ষুব্ধ। কারণ ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট ইস্যু করার কোনো নজীর নেই পর্ষদের কাছে। তাছাড়া ঝামেলাও খুব। জানা গেছে এক কেরানীর ভুলেই এই বিপত্তি।

মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তুলে ধরতে। এর ফলে দেশের বিভেদকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পরাভূত করে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে সমগ্র ভারত আত্মাকে একাত্মভূত করা সম্ভব। তিনি জানান, যে কোন ধর্মভুক্ত মানুষ, যারা নিজেদেরকে ভারতবাসী বলে মনে করে তারাই 'হিন্দু' বলে পরিগণিত হবে। এই একীভূত জাগরিত হলে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হবে। সকলে সমানভাবে জাতীয় ভাবনায়, অংশ নিতে পারবেন বিনাদ্বিধায়।' ধ্যানেশনারায়ণ বলেন—একাত্মতা যজ্ঞের অনুষ্ঠান তারই প্রথম পদক্ষেপ। কারণ, তাঁর মতে, হিন্দু জনমানসে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে জাগরিত করতে এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। প্রতিটি মানুষকে সৎ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারলে সমাজের কল্যাণ হবে।

এই সত্যটিকে অস্বীকার করে রাজনীতিকরা এ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। সেই মিথ্যে প্রচার সফল না হওয়ায় ধ্যানেশবাবু সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আবেদন

এ বছর আমন ধানের ভাল ফলন হওয়ায় ধানের মূল্য নিম্নমুখী দেখা যাচ্ছে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডি. প. এজেন্টদের মাধ্যমে জেলার কৃষকদের উৎপন্ন ধান উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। জেলার কৃষক ভাইদের নিকট অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের নিকটস্থ ডি. পি. এজেন্টদের কাছেই উদ্বৃত্ত ধান বিক্রয় করেন।

সরকার নির্দ্ধারিত ধানের ক্রয় মূল্য নিম্নে দেওয়া হলো :

১।	মিহি ধান	১৪০ টাকা প্রতি কুইন্টাল
২।	মাঝারী ধান	১৩৫ " " "
৩।	মোটা ধান	১৩০ " " "

মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক প্রচারিত।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা । নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।